ইল্যান্স বাংলাদেশে | আমাদের দেশে স্থায়ী কার্যক্রম শুরু করা প্রথম ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস

মৃণাল কান্তি রায় দীপ

২০১২ সালের ৪ ডিসেম্বর 'ওয়ার্ক ডিফ্রেন্টলি সামিট, ঢাকা ২০১২' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে যাত্রা শুরু করে জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস ইল্যান্স। বেসিস সেমিনার হলে ইল্যান্স আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় দুইশ' ফ্রিল্যান্সার ও প্রেস-মিডিয়ার সাংবাদিকের সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় ইল্যান্সের বাংলাদেশী কান্ট্রি ম্যানেজার সাইদুর মামুন খানের সাথে। দেয়া হয় তিনজন ফ্রিল্যান্সারকে সার্টিফিকেটসহ সম্মাননা। ইল্যান্সের বাংলদেশে আসার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে কান্ট্রি ম্যানেজার সাইদুর মামুন খানের সাক্ষাৎকার নেয়া হয় যা নিচে দেয়া হলো:

ইল্যান্সের বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারণটা কারন জানাতে গিয়ে সাইদুর মামুন জানান, গত ৩ বছরে বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সারেরা অনেক উপরে উঠে গেছেন। বিশ্বের বড় দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করছেন। মূলত এই দ্রুত অগ্রগতিই প্রথমত বাংলাদেশকে ইল্যান্সের নজরে নিয়ে আসে। তার সাথে ছিল বিভিন্ন আইটি সম্মেলনের নিয়মিত আয়োজন, প্রযুক্তি-শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি। সব মিলিয়ে আমরা দেখলাম আরেকটু সহযোগিতা যদি করা যায়, তাহলে দেশের ফ্রিল্যান্সারেরা আরো অনেক ভালো করতে পারবেন। তাই আমরা অফিসিয়ালি কাজ শুরু করলাম এবং বিভিন্ন ট্রেনিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে সেই কাজটাই করা হবে।

দেশের নতুন/পুরনো ফ্রিল্যান্সারদের ইল্যান্সমুখী করার জন্য শুরু হওয়া 'ফ্রিল্যান্স মোবিলাইজার' প্রোগ্রাম সম্বন্ধে তিনি বলেন, ফ্রিল্যান্স মোবিলাইজার প্রোগ্রামটি বেশ নতুন একটি ধারণা। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশে এলাকাভিত্তিক রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়োগ দিচ্ছি, যাদের কাজ হবে যার যার এলাকায় ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহীদের সাহায্য করা। এরা মূলত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ এবং মিটআপের মাধ্যমে কাজটা করবে। এছাড়া এরা স্কাইপ/ই-মেইলের মাধ্যমেও সাহায্য করবে।

বাংলাদেশের জন্য আমরা আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে শুধু ঢাকায় ফ্রিল্যান্স মোবিলাইজার নিয়োগ দিয়ে কাজ শুরু করতে যাচ্ছি এবং ইচ্ছে আছে আস্তে আস্তে অন্যান্য বিভাগেও মোবিলাইজার নিয়োগ দেয়ার। একটা ব্যাপার এখানে উল্লেখ্য, ফ্রিল্যান্স মোবিলাইজারেরা ইল্যান্সের স্থায়ী এমপ্লয়ী নন, বরং এরা নিজেরাও একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে ইল্যান্সের পক্ষে কাজ করবেন এবং তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে বিভিন্ন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক অন্যান্য বায়ারের কাজ করার।

ব্যক্তিগতভাবে কোন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসের এমন কার্যক্রম কিভাবে দেখেন তার জবাবে সাইদুর মামুন বলেন, অবশ্যই প্রশংসনীয়ভাবে দেখি। গত এক বছর ধরে বিভিন্ন ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস বেশ কিছু কার্যক্রম চালাচ্ছে এদেশে। একজন প্রাক্তন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আমি অবশ্যই এর প্রশংসা করব। ওডেস্ক বেশ কিছু মিটআপ আয়োজন করেছে ২০১২-তে (কাকতালীয়ভাবে বেশিরভাগ প্রোগ্রামের আয়োজনে আমি নিজেই ছিলাম), ফ্রিল্যান্সার ডট কমের ঘোষণা করা ওয়েবসাইটের বাংলা সংস্করণ এবং সবশেষে ইল্যান্সের আনুষ্ঠানিক যাত্রা ঘোষণায়। যদিও সব উদ্যোগই বেশ প্রশংসনীয়, তারপরও ব্যক্তিগতভাবে আমি ইল্যান্সকেই এগিয়ে রাখব, কেননা অস্থায়ী নয়, একজন স্থায়ী প্রতিনিধির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা শুরু করা স্থায়ী অঙ্গীকারেরই পরিচয় দেয়। একজন সাবেক ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আমি অবশ্যই এটা স্বাগত জানাই।

সাইদুর মামুন খান

দেশের ফ্রিল্যান্সারদের নিয়ে কাজ করার জন্য আপনার ভবিষৎ পরিকল্পনা জানতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রথমত ক্যারিয়ার গড়ার এই পদ্ধতিটির সাথে দেশের সবার পরিচয় করিয়ে দেয়ার। এতে শুধু টাকা আয় নয়, আরও অনেক সামাজিক সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। যেমন একজন ছাত্র-ছাত্রী যদি পড়ালেখার পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সে কাজ করা শুরু করে, তাহলে স্নাতক শেষ করার সাথে সাথে সে একটি ভালো চাকরি পেতে পারে, কেননা ততদিনে তার আন্তর্জাতিক মানের কাজের অভিজ্ঞতা হয়ে উঠবে। পড়াশোনা শেষেই অনেকে উদ্যোক্তা হওয়ার সাহস পাবে। তার ওপর আছে স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি। যেহেতু ফ্রিল্যান্সাররা যার যার জায়গায় বসেই কাজ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে চাকরির জন্য সবার ঢাকামুখী হওয়ার প্রবণতা কমবে এবং তারা নিজ নিজ জেলা-এলাকাতেই উন্নত এবং আধুনিক কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে পারবেন। আসলে তার পরিকল্পনা হলো এই বিষয়গুলো সবাইকে জানানো, বোঝানো এবং এমন একটি ছকের মাঝে নিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা। আর এজন্যই ইল্যান্সের পক্ষ থেকে আমি যত সম্ভব ইভেন্ট করার পরিকল্পনা তার রয়েছে।

একজন সফল ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নতুনদের জন্য কিছু উপদেশ বা গাইডলাইন।

দিতে তিনি বলেন, অনেক পরিশ্রম করতে হবে এবং সবসময় সততার সাথে কাজ করতে হবে। শুরুটা খুবই সহজ হবে না, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। খেয়াল করবেন আপনাকে যে কাজ দেবে, তার কিন্তু দুটি চিন্তা– এক. তার কাজ ঠিকমতো করা হবে কি না এবং দুই. তার দেয়া টাকা ঠিক জায়গায় যাবে কি না। এজন্যই প্রতিটা বায়ার প্রথমবার কাজ দেয়ার আগে অথবা একদম নতুন কাউকে কাজ দেয়ার আগে কিছুটা অপ্রস্তুত থাকে। তাই আপনি যদি নতুন ফ্রিল্যান্সার হন, চেষ্টা করবেন সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব রাখার, যেনো বায়ার আপনার ওপর ভরসা করতে পারে। কাজ শুরু করার আগে অবশ্যই ভালোভাবে শিখুন, কারণ কাজ না শিখে এসে যদি ভালো করতে না পারেন, দ্বিতীয়বার কাজ পাওয়া আপনার জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে। আর অবশ্যই আপনার ফ্রিল্যান্সার প্রোফাইলটি যতটা সম্ভব সঠিক এবং কাজের তথ্য দিয়ে পূর্ণ করে রাখবেন। কেননা ভালো সিভি ছাড়া যেমন ভালো চাকরি পাওয়া যায় না, তেমনি ভালো প্রোফাইল ছাড়া ভালো কাজ পাওয়া যায় না। আপনি কাজ যতই ভালো পারেন না কেন, প্রোফাইল এবং পেশাদারিত্বের মোড়ক ভালো না হলে আপনার প্রস্তাবিত সেবাও একজন বায়ার কিনবে না।

আরেকটা ব্যাপারে অনেকের ভুল ধারণা থাকে– ফ্রিল্যান্সিং শুধু টেকনোলজির মানুষের জন্যই। ব্যাপারটা আসলে ভুল। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, প্রোগ্রামিং– এগুলো কিছুই জানেন না। তার দক্ষতা হলো ইংরেজি যোগাযোগ, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং এবং কাস্টমার সার্ভিস। তিনি এসএসসি থেকে স্নাতক পর্যন্ত পুরোটাই ব্যবসায় নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাই তিনি বলেন, ফ্রিল্যান্সিং যে শুধু টেকিদের জন্য তা কিন্তু নয়। যদি ইংরেজিতে জ্ঞান ভালো থাকে, তাহলে আপনি যাই জানেন না কেনো, ফ্রিল্যান্সিং অবশ্যই আপনার জন্য। কজ

ফিডব্যাক : mkrdip@yahoo.com